দৈনিক জনকণ্ঠ

12

তারিখ 09 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

লাইব্রেরি অব কংগ্রেস ॥ বিশ্বের সেরা লাইব্রেরি

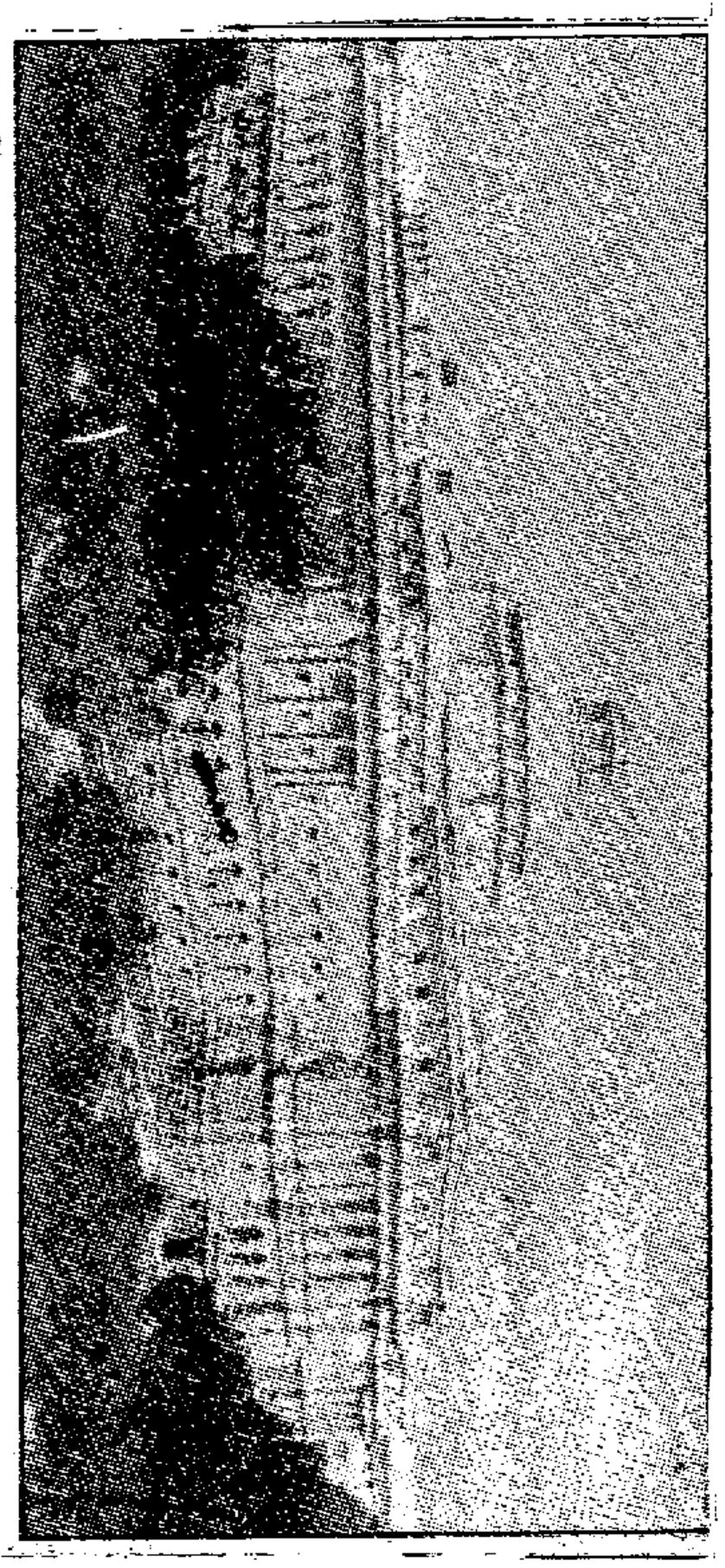

শামীম ফেরদৌস

সারা পৃথিবীর লোক যে লাইব্রেরিটিকে একডাকে চেনে, যেখানে গোটা দুনিয়ার ষাটটি ভাষার দেড় কোটিরও বেশি বই ধরে থরে সাজানো ; যার যখন যে বই দরকার, কম্পিউটারের সাহায্যে মুহূর্তে এনে হাজির করে দেয়ার ব্যবস্থা আছে, সেই লাইব্রেরির সংগ্রহশালার তাকগুলো পাশাপাশি সাজালে ৫৩২ মাইল লম্বা হবে, যেখানে প্লেটো, নিউটন, শেক্সপিয়রের মতো প্রতিভাবানদের লেখা বই-ই শুধু নয়, রয়েছে তাদের পূর্ণ অবয়ব মূর্তি, সেই লাইব্রেরির নাম 'দ্য লাইব্রেরি অব কংগ্রেস'। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে 'ক্যাপিটল' প্রাসাদের কাছাকাছি একটা পাড়া জুড়ে তিন তিনটি অতিকায় বাড়িতে চলেছে লাইব্রেরির বিস্ময়কর কর্মযজ্ঞ। ওয়াশিংটন ডিসির কেন্দ্রস্থলেই ক্যাপিটল প্রাসাদ আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্মকেন্দ্র। তারই কাছে সদা চঞ্চল ইন্ডিপেন্ডেন্স এ্যাভিনিউ ও ফার্স্ট স্ট্রীটের সংযোগস্থলে একটা পুরো ব্লক অর্থাৎ পিছনে সেকেন্ড স্ট্রীট পর্যন্ত জায়গা জুড়ে বিশাল টমাস জেফারসন বিল্ডিং। পাশাপাশি, ইন্ডিপেন্ডেন্স এ্যাভিনিউয়ের অন্য ফুটপাথে ম্যাডিশন মেমোরিয়াল বিল্ডিং। উপরের রাস্তা দিয়েও এই পাশাপাশি তিনটি বাড়িতে যাওয়া যায়। কিন্তু বাস ও গাড়ির অবিশ্বাস্য স্রোত এবং নিরন্তর পথচলতি মানুষের ভিড় এড়িয়ে অবাধ গতিতে তিনটি বাড়ির মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তার তলা দিয়েও সুড়ঙ্গ পথে। তিনটি বাড়ি পরস্পর যুক্ত সেই দিনরাত সব সময় আলো জ্বলছে। পড়ুয়ারা এ বাড়ি থেকে ওবাড়িতে যাচ্ছেন, শুধু তাই নয়, বইভর্তি ছোট আকারের মোটর ট্রাক ও এবাড়ি থেকে ওবাড়িতে যেতে পারে। এই তিনটি বৃহৎ বাড়ি ছাড়াও অন্যত্র এই লাইব্রেরির কর্মকেন্দ্র আছে। এই তিনটি বাড়ির মধ্যে জেফারশন বিল্ডিংটি বয়সে সবচেয়ে পুরনো হলেও খুব সুন্দরভাবে সাজানো। ইতালির স্থাপত্যরীতির এই মর্মর প্রাসাদটি তৈরি করতে দীর্ঘ আট বছর সময় লেগেছিল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে এটির কাজ শেষ হয়। আমেরিকার পঞ্চাশজন সেরা ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী কয়েক বছর ধরে অতুলনীয় শিল্প সম্ভার সৃষ্টি করেন।

জেফারসন বিল্ডিংয়ে সবচেয়ে বড় যে পড়বার ঘরটি আছে, তা তিন তলার দর্শক গ্যালারি থেকে অপূর্ব দেখায়। মেঝে থেকে গম্বুজ অবধি পাথরের স্তম্ভগুলো ১৬০ ফুট উঁচু। শুধু এই একটি হলেই ৪৫০০০ রেফারেন্স বই আছে। তাছাড়া গোটা লাইব্রেরির ২ কোটি ৩০ লাখ রেফারেন্স কার্ডের এক অংশও এখানে আছে। ২১২ জন পাঠক একসঙ্গে বসে পড়তে পারেন এই হলঘরে। এটি ছাড়া আরও পড়বার ঘর আছে। প্রতিটি ডেস্কে পৃথক আলো, আরামদায়ক চেয়ার। এত পাঠকের ভিড় কিন্তু গোটা হলঘর নিস্তব্ধ। পাশেই কম্পিউটার ক্যাটালগ সেন্টার। সেখানে দলে দলে লোক কম্পিউটার টার্মিনালে জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিচ্ছে।

জেফারসন বিল্ডিংয়ে লাইব্রেরির স্থানসঙ্কুলান না হওয়ায় এই বাড়ির পিছনে রাস্তার অন্যপাড়ে ১৯৩৯ সালে তৈরি হয় জন এডামসন বিল্ডিং। সেটি জেফারসন বিল্ডিংয়ের মতো এত জাঁকজমকপূর্ণ না হলেও বাড়ির সামনের দিক সুন্দর সাদা মার্বেল পাথরে মোড়া আর তার প্রধান প্রবেশপথে ব্রোঞ্জের বিরাট দরজাগুলোতে আছে পর পর বারোটি মানুষের মূর্তি। এই চমৎকার মূর্তি সেইসব পুরুষের যাঁরা পৃথিবীর নানা দেশের লেখার হরফ আবিষ্কার করেছিলেন।
এখানে যখন লাইব্রেরির স্থান সঙ্কুলান হয় না তখন তৈরি করতে হয় আরও একটি বাড়ি। জেফারসন বিল্ডিংয়ের পাশাপাশি ইন্ডিপেন্ডেন্স এ্যাভিনিউ। এর অন্যদিকে সেই নতুন বাড়ি জেমস ম্যাডিসন মেমোরিয়াল বিল্ডিং । এটি ১৯৮০ সালে তৈরি হয়েছে। যার ফলে গোটা লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের স্থান পরিধি দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে মোট আট কোটি বই, ম্যাপ, ফটো প্রভৃতি সংগৃহীত আছে। সভ্যতার আদি পর্ব থেকে একেবারে হালের লেখা ও পড়ার যাবতীয় উপকরণ এই লাইব্রেরিতে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। যাতে যার যখনই যে জিনিসটি দরকার তা পেতে পারে।
এইসব জিনিস গুছিয়ে রাখতে যতগুলো তাক তৈরি হয়েছে, তা যদি পাশাপাশি রাখা যায় তা হবে ৫৩২ মাইল। আর এই সংগ্রহতা থেমে নেই। প্রতি মিনিটে গড়ে ১০টি বিষয় সংগ্রহ করা হচ্ছে। অর্থাৎ দৈনিক গড়ে চৌদ্দ হাজারেরও বেশি বিষয় সংগ্রহীত হয়।
এই লাইব্রেরিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ষাটটি ভাষার দেড় কোটি বই ও পুস্তিকা আছে, আর আছে সাড়ে তিন কোটি পাণ্ডুলিপি, পুথিপত্র, যার মধ্যে আমেরিকর প্রেসিডেন্টের কাগজপত্র, বিখ্যাত লেখক ও শিল্পীদের পাণ্ডুলিপি ও চিত্র এবং বৈজ্ঞানিকদের আবিকারের খসড়াও আছে।

এছাড়া এখানে আছে চল্লিশ লাখ ম্যাপ, এ্যাটলাস, খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে একেবারে হাল আমলের। আর আছে ষাট লাখ গানের স্বরলিপি চিঠিপত্র, বাদ্যযন্ত্র, রেকর্ড, ক্যাসেট ইত্যাদি। আছে এক কোটি ঐতিহাসিক ছবি। বারোশ' খবরের কাগজের নিয়মিত সংখ্যাগুলোর ফাইল। আড়াই লাখ ফিল্মও সংগৃহীত আছে। এইসব কিছুই নিয়মিতভাবে ভাগে ভাগে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। তাছাড়া স্থায়ীভাবে দেখানো হয় লাইব্রেরির অমূল্য সংগ্রহ দু'টি বাইবেল। সারা পৃথিবীতে যার মাত্র তিনটি কপি আছে। আর মেইনজ-এর হাতে আঁকা ছবিসহ বিরাট আকারের বাইবেল।

লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের ওপর দায়িত্ব রয়েছে সারা আমেরিকার যেখানে যত বই প্রকাশিত হয় তার 'গ্রন্থস্বত্ব' বা 'কপি রাইট' অনুমোদন করবার।
এই লাইব্রেরি থেকেই সমস্ত নতুন বই রি ক্যাটালগ প্রকাশিত হয় এবং দেশের অন্যান্য লাইব্রেরিতে সরবরাহ করা হয়।
বড়দিনের ছুটি আর ১ জানুয়ারির ছুটি ছাড়া বছরের আর সব দিনেই এই লাইব্রেরি খোলা থাকে। পড়বার ঘর, প্রদর্শনী, ফিল্ম শো, এমনকি সারা লাইব্রেরি ঘুরে দেখাবার ব্যবস্থাও প্রতিদিনই চলতে থাকে। লাইব্রেরির মধ্যেই বিশ্রাম করবার বা পানীয় খাদ্য সারবার ক্যাফেটেরিয়া পর্যন্ত রয়েছে।

বই পড়বার সময় না পেলে শুধু জেফারসন বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি, গ্যালারি, প্রদর্শনী, চিত্রশালা-এসব খুঁটিয়ে দেখলেও বহু তথ্য জানা যায়। কেনা যায় সেসব বিষয়ের প্রয়োজনীয় বই, লাইব্রেরির নিজস্ব বিক্রয় বিভাগে। তারপর দেখে শুনে নিজের প্রয়োজনের বিশেষ বিষয়টি নিয়ে কত পড়তে চায়। পড়তে পারে। সে পড়ার সুবিধার জন্য নানারকম ব্যবস্থা আছে। কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে যা চাওয়া হয় তার যাবতীয় তথ্য ফুটে ওঠে কম্পিউটারের পর্দায়। ধর, তোমার মনে পড়ছে না রবীন্দ্রনাথ কত সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার জন্য তাঁর জীবনীগ্রন্থ দেখার দরকার নেই; কম্পিউটারই জানিয়ে দেবে সংক্ষেপে কবির জীবনী। তুমি যদি জানতে চাও, চাঁদে যেদিন মানুষ প্রথম পা ফেলল সেদিনের খবরটি পত্রিকায় কিভাবে বেরিয়েছিল? সেটাও কম্পিউটার জানিয়ে দেবে।
এই লাইব্রেরি নিয়মিতভাবে নানা ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখায়, গান বাজনা শোনায়, যার যেদিকে আগ্রহ সে সেই দিকের সুবিধাগুলো ভোগ করে। আজকের এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান লাইব্রেরি অব কংগ্রেস একদিনে গড়ে ওঠেনি। এর বয়স বলতে গেলে ১৯০ বছর। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট জেফারিসন কেবল কংগ্রেসের ব্যবহারের জন্য মাত্র পাঁচ হাজার ডলার ব্যয়ে একটি ছোট লাইব্রেরি স্থাপনের ব্যবস্থাপনা করেন। সেই অর্থে ইংল্যান্ড থেকে এগারো ট্রাংক ভর্তি বই আর এক ট্রাংক ম্যাপ এনে ক্যাপিটল প্রাসাদের যে অংশ তৈরি করা হয়েছিল তারই একপাশে ছোট আকারের লাইব্রেরিটি স্থাপিত হয়। প্রথমে শুধু কংগ্রেসের লোকদের ব্যবহারের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নামও রাখা হয়েছিল দ্য লাইব্রেরি অব কংগ্রেস। কালক্রমে তার আকৃতি ও প্রকৃতি যেমন বেড়েছে তেমনই তার দরজা খুলে দেয়া হয়েছে সর্বসাধারণের জন্য।

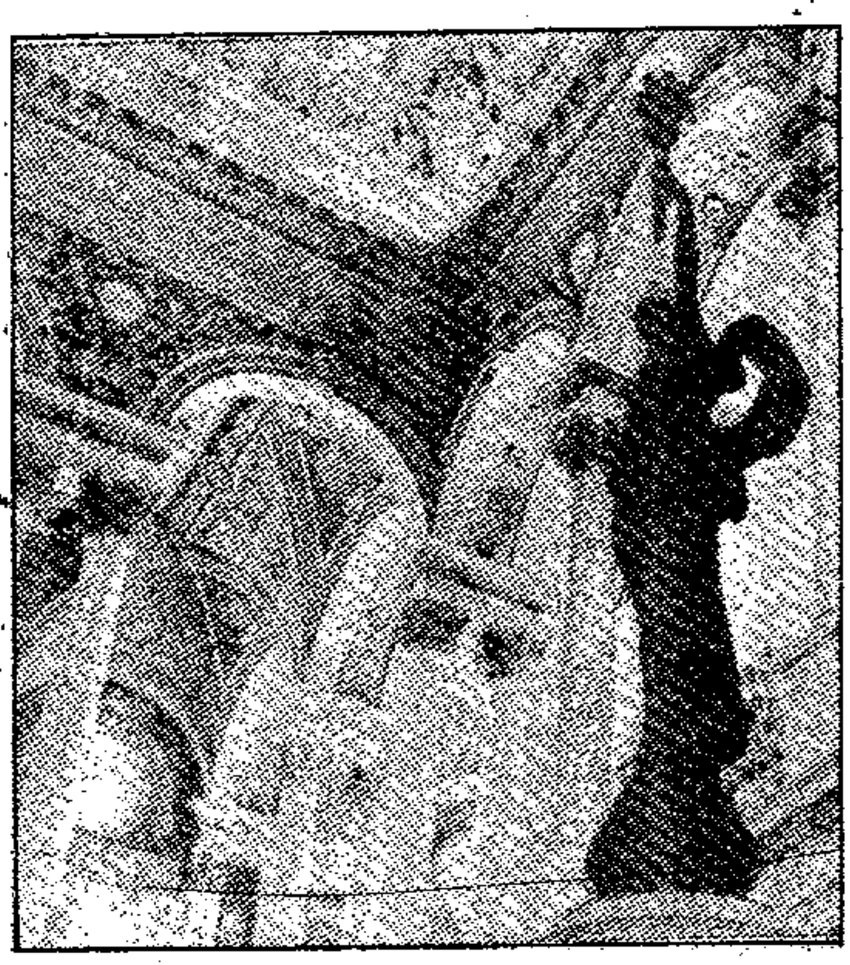

লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের ভিতরের স্থাপত্যকলা